http://www.elearninginfo.in

সুররিয়ালিজমের সামান্য কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বিষ্ণুদের কবিতায়—

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে
যেখানে বালির নীলাচল ভাঙে মহানীলিমায়।
শরীরের প্রায় পাড়ে—।
প্রায় বুঝি মানসের যুক্ত সীমানায় স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'।

'মানসের মুক্ত সীমানা' বলতে কবি সম্ভবত মগ্ন চৈতন্যকেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানেও 'প্রায়' শব্দটি চেতন সত্তা ও অবচেতন সত্তার মধ্যে একটি প্রাচীর রচনা করেছে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে সুররিয়ালিজমের আভাস আছে। তাঁর প্রভু নষ্ট হয়ে যাই, সুন্দর এখানে একা নয়, ঈশ্বর থাকেন জলে, সোনার মাছি খুন করেছি ইত্যাদি কবিতায় সুররিয়ালিজমের লক্ষণ আছে। জরাসন্ধ কবিতায় কবি লিখেছেন—

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে যে চোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি সারি তোর ভাঁড়ারের নুন মশালার পাত্র।

হলো মা। আমি যখন অনন্ত অন্ধকারের হাত দেখিনা, পা দেখিনা, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমার কোথায় নিয়ে এলি।

এ অন্ধকার কিসের প্রতীক? কল্পনার? অবচেতনার? এভাবে অনেকটাই আলো আঁধারীর ভাব। অস্পষ্টতা, সংকেত, ইঙ্গিতময়তা সব কিছু মিলে যেন চেতনার অন্ধকার এখানে আভাসিত হয়। তবে এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। 'যখন' শব্দটি ঠিক সাদৃশ্যবাচক শব্দ নয়।

বাংলার আধুনিক কবিতায় সুররিয়ালিজমের কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে। তবে কোনো বাঙালি কবিকেই পুরোপুরি সুররিয়ালিস্টিক কবি বলা সম্ভব নয়। কেবল কারো কারো দু'-একটি কবিতায় সুররিয়ালিজমের ছায়াপাত ঘটেছে মাত্র।

ডাডাইজম ও সুররিয়ালিজমের পার্থক্য ঃ

ডাডাইজম থেকে সুররিয়ালিজম সৃষ্ট হলেও উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলি এইরকম ঃ

(ক) ডাডাবাদে চিরন্তন সৌন্দর্যবোধকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু পরাবাস্তববাদে মগ্ন চৈতন্যের গভীরে ডুব দিয়ে চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্যে অন্তরের হাহাকারকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

(খ) ডাডাবাদ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, অনিয়মিত ও স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু পরাবাস্তববাদে মানুষের অবচেতনার স্তরটিকে উন্মুক্ত করা হলেও সেই স্তরেরও একটি বিজ্ঞানভিত্তিক ক্রম আছে।

(গ) ডাডাবাদে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়। শিশুর প্রথম উচ্চারণের সারল্য থেকে ডাডাবাদের নামটি গৃহীত বলে তাই অনেকে মনে করে থাকেন, কিন্তু মানুষের মনের গতি বিচিত্র ও জটিল। এই জটিল মনের দরজাগুলিকে উন্মুক্ত করার জন্যে সুররিয়ালিস্টরা ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(ঘ) ডাডাবাদে পুরানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। ডাডাবাদীরা যাবতীয় পুরোনো ধ্যান ধারণাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু পরাবাস্তববাদে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাকে যুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) ডাডাবাদে বাস্তবকে অবলম্বন করে প্রাচীনকে ব্যঙ্গ ও নস্যাৎ করা হয়েছে। পরাবাস্তববাদে স্বপ্ন ও কল্পনাকে অবলম্বন করে বাস্তবের উর্ধ্বেও আর একটি অতিবাস্তব জগতের সন্ধান করা হয়েছে।

ডাডাইজমের মতো সুররিয়ালিজম চিত্রে ও সাহিত্যে একটি স্বল্পকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলন নয়, সুররিয়ালিজমের প্রভাব বিশ্বসাহিত্যের ওপর প্রবল এবং ক্রমশ তা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে।

ক্লাসিসিজম

কবি সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক শব্দটির বাংলা করেছেন 'ধ্রুপদী'। কিন্তু তাতে কথাটির অর্থের ব্যাপকতা এবং বিচিত্র ইঙ্গিত ধরা দেয় না। ক্লাসিক কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাচীন এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন মনোভঙ্গী ক্লাসিকতার অনুগামী। সাহিত্য সৃষ্টিতে দুটি উপাদানের কথা সবাই স্বীকার করেন। একদিকে স্রষ্টা,অন্যদিকে বস্তুজগৎ। স্রষ্টার আছে নিজস্ব মনোভঙ্গী আর বস্তুজগতের আছে আপন অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং অন্য নিরপেক্ষ অস্তিত্ব ও রূপ। একদল কবি বস্তুর রূপ ও রসের আস্বাদনে তন্ময় হয়ে যান। বস্তু যে ভাবে নিজেকে দেখাচ্ছে সেভাবেই তা দেখেন। বস্তুর অন্তর্নিহিত উচ্ছ্বাসকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে স্পর্শ করে আনন্দিত হন এবং সেই আনন্দানুভূতিকে শব্দার্থে শিল্পায়িত করেন। এই হল ক্লাসিক মনোভঙ্গী। এমন মনোভঙ্গী থেকেই ক্লাসিক শিল্পের জন্ম। ক্লাসিক কবি যে রূপ সৃষ্টি করেন তা স্পষ্ট ; প্রত্যক্ষ এবং সমগ্রতা নিয়ে প্রতিভাত হয়।

ক্লাসিক কবি জীবন ও জগৎকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুস্থির বিবেক বুদ্ধিসম্মত আদর্শ অনুভাবনায় প্রত্যক্ষ করে শিল্পায়িত করেন। স্বাভাবিক ভাবেই এখানে কাব্যের সুর বাঁধা থাকে উঁচু তারে। যে সব অনুভূতি নিয়ে কবির কারবার তা মোটা তুলির আঁচড়ে আঁকা। বিশাল তার রূপ। ক্লাসিক কাব্যে ক্রোধ, স্নেহ, ক্ষমা, বর্বরতার অকুণ্ঠ প্রকাশ আমাদের বিস্ময়বোধকে জাগিয়ে দেয়। ক্লাসিক কবি যে কঠোর নিয়মের শৃঙ্খলে জীবন ও জগৎ বাঁধা আছে বলে মনে করেন তার ব্যতিক্রমে পাপ জেগে ওঠে বলে কল্পনা করেছেন। গ্রিক কাব্যে ওই পাপের নাম দেওয়া হয়েছে নেমেসিস।

রূপ শিল্প বিচারে ক্লাসিক কাব্য স্থাপত্যধর্মী। মনে হয় যেন বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে সেই রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাস্কর্যের মতো এখানে সব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। সংযম ও সংহতি ক্লাসিক সাহিত্যের বড়ো গুণ। এখানে এক অঙ্গের সঙ্গে আরেক অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সমগ্রতার ঐক্য ফুটিয়ে তোলা হয়। এই রূপ সৌন্দর্য ও ভাবের নান্দনিক আবেদন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বলে পাঠকের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কল্পনাশক্তির কোনো দরকার হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পুত্রশোকে স্তম্ভিত রাজা রাজসভার সিংহাসনে বসে নীরবে চোখের জল ফেলেছেন। এই বর্ণনায় মধুসূদন লিখেছেন—

"এহেন সভায় বসে রক্ষ-কুলপতি ;
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝরঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে।"

বলাবাহুল্য শব্দের এই পরিমিত বিন্যাস, বক্তব্যের এই স্পষ্টতা ক্লাসিক কাব্যের বড়ো লক্ষণ।

ক্লাসিক কাব্যে শব্দ যোজনায়, শব্দের বিন্যাসে, অলংকরণে সৃষ্টি হয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ক্লাসিক সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠ আর রোমান্টিক সাহিত্য ব্যক্তিনিষ্ঠ। ক্লাসিকতার পরবর্তী স্তরে গড়ে ওঠে রোমান্টিক আন্দোলন।

কবি সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ ও ক্লাসিসিজমের বাংলা করেছেন 'ধ্রুপদী'। ক্লাসিসিজম কোনো বিশিষ্ট সাহিত্য মতবাদ নয়। অনেক সমালোচক মনে করেন যে, ক্লাসিসিজম এবং রোমান্টিসিজম সম্পূর্ণ দুটি আলাদা ধারা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ক্লাসিক সাহিত্য প্রাচীন আর রোমান্টিক সাহিত্য আধুনিক। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে জল অচল বিভাগ সম্ভব নয়। ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যেই থাকতে পারে প্রচ্ছন্ন রোমান্টিকতা আর রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যেও থাকতে পারে ক্লাসিকতার লক্ষণ। বাংলায় মোহিতলাল মজুমদারের রোমান্টিক অনুভূতি নির্ভর অনেক কবিতার মধ্যেই ধ্রুপদী কাব্যের লক্ষণ আছে। বাংলার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক কবি মধুসূদন লিখেছেন—"There was a wide and broad field of Romantic and lyrical poetry before me and I think I have a tendency in the lyrical way'. ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্য ভাবনার মধ্যে মাঝে মাঝে স্থান বদল করলেও ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যের কিছু পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি এইরকম ঃ

ক্লাসিসিজম	রোমান্টিসিজম
ক. ক্লাসিক সাহিত্য প্রাচীন	ক. রোমান্টিক সাহিত্য আধুনিক।
খ. ক্লাসিক সাহিত্যে বর্ণনায় থাকে পরিমিতিবোধ, আবেগ হয় নিয়ন্ত্রিত।	খ. রোমান্টিক সাহিত্যে বর্ণনায় পরিমিতিবোধ অনেক সময় থাকে না, আবেগও হয় অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত।
গ. ক্লাসিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি হয় শান্ত সমাহিত।	গ. রোমান্টিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি হয় অশান্ত, বিদ্রোহমূলক এবং কল্পনা বিলাসী।
ঘ. ক্লাসিক কবি শব্দ ব্যবহারে সংযমী, বক্তব্য প্রকাশেও সংহত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।	ঘ. রোমান্টিক কবি শব্দব্যবহারে সবসময় সংযমী হননা। আবেগের অতিরঞ্জনের জন্যে ভাব প্রকাশেও সংহত মনের পরিচয় দেন না।

ক্লাসিসিজম	রোমান্টিসিজম
ঙ. ক্লাসিক সাহিত্য বস্তুগত পটভূমি নির্ভর। বাস্তবের মাটিতে পা রেখে ক্লাসিক কবি তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেন।	ঙ. রোমান্টিক কবি কল্পনাবিলাসী, বাস্তবকে দূরে রেখে এক অতীন্দ্রিয় কল্পনার জগতে তিনি প্রবেশ করেন।
চ. ক্লাসিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্তভাবে তিনি জগত ও জীবনের ছবিটিকে প্রকাশ করেন।	চ. রোমান্টিক কবি মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। ব্যক্তিগত অনুভবের নিরিখে তিনি তার বক্তব্য ও ভাবকে প্রকাশ করেন।
ছ. ক্লাসিক কবি যুক্তি, তর্ক ও বুদ্ধিকে অবলম্বন করে তাঁর কাব্য রচনা করেন, যথাযথতা, আত্মস্থতা ও তন্ময় ভাব ক্লাসিক কাব্যের লক্ষণ।	ছ. রোমান্টিক কবি কাব্য ভাবনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাব্যের ভাব, কল্পনা তিনি মন্ময় প্রতিভা বলে নির্মাণ করেন।

সাহিত্য সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুটি ধারায় বিন্যস্ত করে সাহিত্যকে বিচার করা হয়। ক্লাসিক সাহিত্য বলতে একটি গুরুগম্ভীর ভাব সংবলিত কাব্যধারাকে বোঝায়। অবশ্য অনেক সমালোচক মনে করেন যে, ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুটি বিভাগ সাহিত্য রাজনীতির দুটি প্রয়োগার্থমাত্র। তবে যেভাবেই দেখা হোক না কেন ক্লাসিক সাহিত্য ও রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যে যে কিছু পার্থক্য আছে তা প্রশ্নাতীত। ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যের পার্থক্য আলোচনার মধ্যেই নিহিত আছে ক্লাসিকতার কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি এইরকম ঃ

ক্লাসিক সাহিত্যের লক্ষণ ঃ—

ক. হাইনে ক্লাসিক সাহিত্যকে মূর্তি শিল্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন, ক্লাসিক সাহিত্যের মধ্যে স্থাপত্য শিল্পের গুণ বর্তমান। পাথরের মূর্তি তৈরি করার মতো ক্লাসিক সাহিত্য ও যেন কেটে কেটে পরিমিত মাপে তৈরি করা হয়।

খ. ক্লাসিক সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ। তন্ময় দৃষ্টির অধিকারী কবি ভাববর্ণনার চেয়ে বহিরঙ্গ বর্ণনাতেই কালাতিপাত করেন বেশি।

গ. ক্লাসিক কবির দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক। বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপ বর্ণনায় তিনি বেশি সময় ব্যয় করেন। ক্লাসিক কবি মন্ময় ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না বলেই তিনি নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুর রূপ বর্ণনা করেন।

ঘ. ক্লাসিক কবি ঐতিহ্যের ধ্যান ধারণাগুলিকে অনুসরণ করেন। পুরনো আদর্শ, মূল্যবোধ, ন্যায়বোধ তাঁর দৃষ্টিকে উদ্বোধিত করে।

ঙ. ক্লাসিক কবি কাব্যের ভাব সমুন্নতি (Sublimity) বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট থাকেন।

চ. ক্লাসিক কবি একটি সুস্থির সুনিয়ন্ত্রিত বোধ ও বুদ্ধি থেকে জগৎ ও জীবনকে নিরীক্ষণ করেন। তিনি কখনই কোনো প্রচলিত ধারণার দ্বারা চালিত হন না।

ছ. ক্লাসিক কবি নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানকে স্বীকার করে নেন। নিয়তির দ্বারা চালিত মানুষের ট্র্যাজিক গঠনকে তিনি উপস্থাপিত করেন।

জ. ক্লাসিক সাহিত্যে মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুলি অনেক সময়ই উপেক্ষিত হয়, ব্যক্তিগত স্নেহ, প্রেম, মায়া, শোক, হিংস্রতা ইত্যাদিকে প্রাধান্য না দিয়ে ক্লাসিক কবি মানবজীবনের সামগ্রিক রূপটিকেই তুলে ধরেন।

ঝ. ক্লাসিক সাহিত্যে ব্যঞ্জনা থাকে না। কবি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেন। কোনো ব্যঞ্জনার, প্রতীক বা ইঙ্গিত ব্যবহার তিনি যথাসাধ্য পরিহার করেন।

ঞ. ক্লাসিক কাব্যে শব্দ প্রয়োগের কৌশলে, তৎসম শব্দের আধিক্যে, বর্ণনার গৌরবে তৈরি হয় একটি ভাবঘন পরিবেশ।

ট. ক্লাসিক কাব্যে মানুষের নৈতিক জীবন, সুমহান আদর্শবোধ ও কীর্তি নির্ভর জীবন দর্শনের জয়গান করা হয়।

ক্লাসিসিজমকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়। (ক) প্রাচীন ক্ল্যাসিসিজম ও (খ) নিও-ক্লাসিসিজম। ক্লাসিসিজম প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ সাহিত্যগত দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচীনকালে উপন্যাস, ছোটোগল্প ইত্যাদি রচিত হয়নি। তাই ক্লাসিসিজমের পরিচয় পাওয়া যায় মূলত কাব্যে ও নাটকে।

প্রাচীন ক্লাসিসিজম

প্রাচীন ক্লাসিক যুগের সূচনা ঠিক কোন সময়ে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। যীশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্ববর্তী সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মহাকাব্য হল ব্যাবিলনের Gilgamish Saga. চারটি মহাকাব্য পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিচিত। দুটি লেখা হয়েছিল গ্রিস দেশে। মহাকবি হোমার লেখেন ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্য। আর ভারতবর্ষে কবি বাল্মীকি রচনা করেন রামায়ণ ও কৈস্থ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচনা করেন মহাভারত। আলেকজান্দ্রিয়ার Apollonius of Rhodes এর Argonauticaও প্রাচীন মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত।

প্রাচীন গ্রিসে তিনজন নাট্যকার, ট্র্যাজেডি রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সফোক্লিস, ইস্কাইলাস ও ইউরিপিদিস। সফোক্লিস (১০ phocles) সম্ভবত ১০০টি নাটক লিখেছিলেন। তাঁর মাত্র কয়েকটি নাটক পাওয়া গেছে। ঈডিপাস দি কিং, ঈডিপাস, এ্যাট কলোনাস, আন্তিগোনে, ইলেকট্রা তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক। ইস্কাইলাস (Aeschylus) সম্ভবতঃ 90 টি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর 7 টি নাটক পাওয়া গেছে। Prometheus vinetus. Agamemnon, The umenaides, Sofori ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত নাটক। ইউরিপিদিস (Euripides) লিখেছিলেন 90টি নাটক। তাঁর 17 টি নাটক পাওয়া গেছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক হল Andromache, Hecubu, medea, Hippolitus, Hellan

ইত্যাদি। H. J.W. Tilylard সফোক্লিস সম্বন্ধে লিখেছেন—'The most attic of the tragedian'। আর ইস্কাইলাস সম্বন্ধে লিখেছেন 'None can depict like him the splender of war' F.D.Kitto সফোক্লিস ও ইস্কাইলাসের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—"The Aeschylean universe is one of August moral laws, infringement of which brings certain doom : the sophoelean is one in which wrong doing does indeed work out its punishment, but disaster comes too without justification, at the most with contrabutory negligence" Kitto বলেছেন যে, ইউরিপিদিস তাঁর নাটকে পতনের জন্যে নায়ক চরিত্রের দোষ ত্রুটিকে দায়ী না করে 'disastrous elements' কে দায়ী করেছেন। সফোক্লিস, ইস্কাইলাস ও ইউরিপিদিসের তুলনামূলক আলোচনা করে শিশিরকুমার দাস লিখেছেন—"আয়স্খুলস মন ছড়িয়ে দেন বিস্তীর্ণতায়, সফোক্লিস মনকে নিয়ে আসেন একটি বৃত্তে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা শুনি তাঁর কণ্ঠস্বর, যেমন করে অর্জুন শুনেছিলেন কৃষ্ণকে। আয়সখুলস বন্ধন ভাঙার গান রচনা করেন। তাঁর কাব্যে যুক্তিকামী মানুষ। সংগ্রামী মানুষ তাই নিজেকে আবিষ্কার করেছে বারবার। সফোক্লিস বন্ধনের বিরুদ্ধে আর্তনাদ নেই ; তাই চরিত্রগুলি বন্ধনকে উপেক্ষা করে তাদের চরিত্র গৌরবে, আর ইউরিপিদেস যাঁকে অ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন নানা ত্রুটি সত্ত্বেও ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ কবি যদি আমরা অ্যারিস্টট্‌লের সঙ্গে একমত না-ও হই, মানতেই হবে, হতাশা ও বেদনার, হাহাকার ও দুঃখশ্বাসের এত বড়ো চিত্রকর আর নেই। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁকে জানতেন আধুনিক কবি, সে আধুনিকতা কালগত, আমরাও তাঁকে বলি আধুনিক, সে আধুনিকতা ভাবগত।....আয়স্খুলসে আছে দুঃখের রহস্য সন্ধান, মানুষের অনিঃশেষ শক্তি, মানুষের বিদ্রোহ, সফোক্লিসে মানুষের সহনক্ষমতা, দুঃখজয়ের শক্তি আর ইউরিপিদিসে বিদ্রোহ নয়, সমালোচনা, মানুষের অমানবিক মহত্ত্ব নয় তার অসহায়তা, তার কারুণ্য, তার আশাহীন ভাষাহীন সুখ।"

প্রাচীন গ্রিসে কমেডি রচয়িতা হিসেবে অ্যারিস্টোফেনিস (Aristophanes) বিশ্বখ্যাত। তাঁর মাত্র ১১টি কমেডি নাটক পাওয়া গেছে। The Birds তাঁর শ্রেষ্ঠ কমেডি নাটক। কমেডি নাট্যকার হিসেবে মীনান্ডারও পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গ্রাউচ তাঁর বিখ্যাত নাটক।

প্রাচীন রোমে ক্লাসিক কাব্য রচয়িতা হিসেবে ভার্জিল ও ওভিদ জগদ্বিখ্যাত। ভার্জিলের ইনিড, ওভিদের The Heroides or Epistle of the Heroines বিখ্যাত ক্লাসিক কাব্য। ক্লাসিক নাট্য রচয়িতা হিসেবে সেনেকা (Seneca) বিশ্বখ্যাত। Blood thirsty Revenge এর স্রষ্টা সেনেকার বিখ্যাত নাটক হল—Oedipus, Thyestes, Hercules Furens ইত্যাদি। প্লটাসের বিখ্যাত কমেডি Miles Glorious এবং menacchmi আর টেরেন্সের (Terence) বিখ্যাত নাটক Andria, এবং Heautontimorumenos'।

প্রাচীন রোমে ক্লাসিক সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়েছিল অগাস্টাসকে কেন্দ্র করে,

ইটালিতে এই স্বর্ণযুগের সৃষ্টি দান্তেকে ঘিরে, দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া' জগৎখ্যাত ক্লাসিক কাব্য।

ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকাল থেকে ক্লাসিক যুগের সূচনা ঘটে। কবি হোরেস রচনা করলেন Ars Poetica। Longinus লিখলেন 'On the sublime' Longinus-এর On the sublime এর অনুবাদ করলেন 'Boileau'। ক্লাসিক সাহিত্যের অন্যতম যে সব বৈশিষ্ট্য স্থান ঐক্য, কাল ঐক্য ও ঘটনা ঐক্য, পরিমিত বোধ, ওজঃগুণসম্পন্ন ভাষা, বাস্তবতা, ঐতিহ্যের অনুসরণ, সংযম শৃংখলা ইত্যাদি সবই এদের রচনার মধ্যে দেখা গেল। J.C. Sealiger, prettori, castelverto, Robertelli সবাই স্বীকার করে নিলেন যে, ফরাসি সাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্স নব্য ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রধান উদ্‌গাতা রূপে চিহ্নিত হল। এই Neo-classic যুগে কমেডি রচনা করলেন Moliere। ট্র্যাজেডি লিখলেন—Pierre corneille, jain Racine, voltaine প্রমুখরা। Fontaine লিখলেন নীতিমূলক গল্প।

জার্মানিতে Neo-classic কবি সাহিত্যিক রূপে উঠে এলেন J. W. V. Goethe, Friedrich schiller এবং Friedrich Holterlin। Friedrich Nietsche 'German cult of Greek form গড়ে তুলেছিলেন মূলত গ্রিক ট্র্যাজেডির Apollonian—Dionysian এর তত্ত্ব থেকে, অবশ্য stefan George, Rainer maria Rilke-এর অবদানও ছিল এক্ষেত্রে সক্রিয়। জার্মান নাট্যকারেরা অ্যারিস্টট্‌লের ত্রিসাম্য ঐক্যকে গ্রহণ করেননি। তাঁর ভয় ও করুণার তত্ত্বকে (Purgation of pity and fear) অবলম্বন করে তাঁদের নাট্যধারা গড়ে তোলেন।

ইংল্যান্ডে অ্যাংলো স্যাকসন যুগে রচিত হয় বেউলফ্ (Beowulf) পরিধিতে রচনাটি বিশালায়তন নয় কিন্তু এর মধ্যে মহাকাব্যিক লক্ষণ আছে। বেউলফ্ গীট্‌দের রাজা হিগেলাক্ এর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা হ্রদ্‌গারোর প্রাসাদে গ্রেন্ডেল নামে এক অসুর বহু লোককে হত্যা করে। রাজার আমন্ত্রণে বেউলফ গ্রেন্ডেলকে হত্যা করে। গ্রেন্ডেলের ভয়ঙ্করী মাকেও তিনি হত্যা করেন। স্বদেশে ফিরে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন। পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর এক ড্রাগন তার রাজ্যে প্রবল অত্যাচার আরম্ভ করে। বেউলফ্ যুদ্ধ করে ড্রাগনকে হত্যা করে এবং নিজেও হত্যা হন। বেউলফ্‌কে ঠিক ক্লাসিক রচনা বলা যায় না। এখানে রহস্য, রোমাঞ্চ ও অতিলৌকিক কল্পনাই প্রাধান্যলাভ করেছে। তবে অ্যাংলো স্যাকসন্ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার একটি চমৎকার ছবি আছে বেউলফ্ কাব্যে। শেক্সপিয়রের রচনাবলীতেও ক্লাসিকতার ছাপ তেমনভাবে পড়েনি।

ইংল্যান্ডের প্রকৃত ক্লাসিক কবি মিলটন। তাঁর প্যারাডাইস লস্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মহাকাব্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম নরনারী আদম, ঈভ, নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই ঘটনাটি অবলম্বন করে মিলটন রচনা করেন প্যারাডাইস লস্ট কাব্য। ১২টি সর্গ জুড়ে কাব্যটি রচিত। হোমারের ইলিয়াড এবং ভার্জিলের ঈনিড কাব্যকে অনুসরণ করে মিলটন তার কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

অ্যারিস্টট্‌লের তত্ত্ব অনুযায়ী ঘটনাবলীর ঐক্য (unity of Action) এখানে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়েছে। ঘটনাবলীর মধ্যে আছে আদি মধ্য এবং অন্ত শৃঙ্খলা। কাহিনি শুরু হয়েও নরকে। মধ্যবর্তী ঘটনা ঘটেছে পৃথিবীতে এবং অপরাধের শাস্তি হয়েছে স্বর্গে। ১২টি খণ্ডের মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। চরিত্রগুলি মহাকাব্যের উপযোগীয়। ঈশ্বর, যিশুখ্রিস্ট, আদম ও ঈভ ও শয়তান প্রভৃতি চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত। দেবদূতদের মধ্যে র‍্যাফেল চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত। কবির চিন্তা ও ভাষা অত্যন্ত উচ্চগ্রামে বাঁধা। মিলটন তাঁর কাব্যে দেখিয়েছেন 'To justify the ways of God to mene'. শয়তান চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হলেও সে মহাকাব্যের নায়ক নয়। নায়ক হলেন বিশ্বের প্রথম পুরুষ আদম (Adame), মিলটন্ এই কাব্যটি রচনা করার জন্য Blank verse ছন্দ প্রবর্তন করেন।

প্যারাডাইস রিগেইন্ড (Paradise Regained) মিলটনের শেষ কাব্য। চারটি সর্গে কাব্যটি রচিত। আদম এবং ঈভ স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তাদের আবার স্বর্গে ফেরার কাহিনি এই কাব্যের উপজীব্য। প্যারাডাইস লস্টে মিলটন যে গম্ভীর ও মাধুর্যময় ভাষারীতি অনুসরণ করেছিলেন এখানেও তা অক্ষুণ্ণ ছিল। মিলটন নিজে মনে করতেন যে প্যারাডাইস রিগেইন্ড প্যারাডাইস লস্ট এর চেয়েও অনেক বড়ো কাব্য।

মিলটনের শেষ রচনা স্যাম্‌সন অ্যাগোনিনটেস (Samson Agonintas) কথাটির অর্থ মল্লবীর। গ্রিক ট্র্যাজেডির অনুসরণে মিলটন এই নাটকটি রচনা করেন। মিলটনের ব্যক্তি জীবনের ছায়া পড়েছে এই নাটকটির মধ্যে। স্যাম্‌সন হলেন নাটকের নায়ক। তিনি তার স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ফিলিসটিন শত্রুদের কাছে বন্দি হন। শেষ পর্যন্ত অন্ধ স্যাম্‌সন তার শত্রুদের পরাস্ত করেন। এবং নিজেও নিহত হন। ডঃ জনসন্ বলেছেন যে, স্যাম্‌সন্ অ্যাগোনিনটেসের আরম্ভ ও শেষ আছে কিন্তু তার মধ্য নেই। কিন্তু এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। মাঝখানের ঘটনা ঘটেছে নেপথ্যে।

মিলটনের রচনায় অষ্টাদশ শতকের নব্য ধ্রুপদীর আন্দোলন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে ও নাটকে মানবতাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। পিউরিটান চিন্তাধারার আদর্শে লালিত হলেও মিলটন রেনেসাসের মর্মবাণীকে ভুলতে পারেননি।

শেক্সপিয়রের সমসাময়িক বেনজনসন রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রূঢ় বাস্তবকে অবলম্বন করে তিনি গ্রিক ট্র্যাজেডি অনুযায়ী রচনা করেন তার নাটক। বেনজনসন ছিলেন মনেপ্রাণে ক্লাসিক পন্থী। কিন্তু রেস্টোরেশন যুগে জন ড্রাইডেন যে নাটক রচনা করলেন তার মধ্যে ক্লাসিকতার কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হল। ট্র্যাজেডির পাশাপাশি তিনি কমেডি রচনাতেও কৃতিত্ব দেখালেন। ড্রাইডেন তাঁর অল ফর লাভ-এ (All for love) শেক্সপিয়রকে মার্জিত করেছিলেন। ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেজিডাকেও (Troilus and Cressida) পরিমার্জনা করা হল। দি টেম্পেস্ট অর দি এনচ্যান্টেড আইল্যান্ড (The Tempest or the Enchanted Island) ডাভেনান্ট এর সহযোগিতায় মার্জিত করা হল। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট দি স্টেট অব্ ইনোসেন্স অ্যান্ড ফল অব্ ম্যান (The state of Innocence and Fall of man) নাম দিয়ে নাটকাকারে

আত্মপ্রকাশ করল। ড্রাইডেন-এর স্যার মার্টিন মার অল (Sir Martin Mar all) অ্যান্ড ইভিনিং লাভ অর দি মক অ্যাস্ট্রোলজার তাঁর বিখ্যাত কমেডি। তবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কমেডি হল Marriage a La mode এখানে রেস্টোরেশন যুগে বিবাহ, প্রেম যৌনতা, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার চমৎকার ছবি আছে।

ম্যাথু আরনল অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্য এবং যুক্তির যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এযুগের কবি প্রতিনিধি আলেকজান্ডার পোপ অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যকে নিও-ক্লাসিক (Neo-classic) বলা হয়। এই যুগেই প্রাচীন যুগের সাহিত্য নতুন করে মর্যাদা পায়। সম্রাট অগাস্টাস এর রাজত্বকালে রোম উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। তাই তাঁর রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকেরা নিজেদের অগাস্টান বলে দাবী করেন এই কারণে যে, সে যুগ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। অষ্টাদশ শতকে যোশেফ অ্যাডিসন স্যার রিচার্ড স্টীল জোনাথন সুইফট পুংখেরা সাহিত্য রচনা করে কৃতিত্ব দেখান। আলেকজান্ডার পোপ The rape of the lock রচনায় ক্লাসিক ধর্মকে বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এই কাব্যটিকে অনেকেই মক হেরোয়িক বলে উল্লেখ করেছেন। পোপ হোরেসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি হোরোসের অনুসরণে লিখেছিলেন—Odes satire epistles। ইলিয়াড ও ওডিসি কাব্যেরও তিনি অর্ধাংশ অনুবাদ করেছিলেন।

নব্য ধ্রুববাদকে (Neo-Classism) কে বলা যায় 'Renaissance of Classical Culture'. প্রথমে এই কালচার শুরু হয় ইতালিতে। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্সে তারপর তা সঞ্চারিত হয় ইংরেজি সাহিত্যে। ইংল্যান্ডে ষোড়শ শতকে টমাস মূর (Thomas More), টমাস ওয়াট (Thomas Wyatt), হেনরী হাওয়ার্ড (Henry Howard), প্রমুখ লেখকেরা। ক্লাসিক ধর্মী অবদান সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ড্রাইডেন, স্যামুয়েল জংশন প্রমুখেরা নব্য ধ্রুববাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে। প্রথম পর্যায়ে নিও ক্লাসিসিজম ছিল রোমান কালচারের অনুবর্তী। পরবর্তীকালে তা গ্রিক সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কীট্স এর বহু কাব্যে ক্লাসিক পটভূমি গৃহীত হয়েছে। উইলিয়ম ব্লেক এর রচনাতেও 'Neo Classic inspiration' লক্ষ করা যায়।

রোমান্টিক যুগে কাব্যচর্চার মধ্যেও ক্লাসিসিজমের নানা লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। ক্লাসিক ও রোমান্টিকের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদ রেখা টানা সম্ভব নয়। ম্যাথু আরনল তার The theory of poetry এবং T. S.Eliot তাঁর Tradition and individual talent নামক প্রবন্ধে রোমান্টিকতার মধ্যেই নিও ক্লাসিসিজমের মধ্যে লক্ষণের কথা বলেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিসিজমের প্রভাব

বাংলা সাহিত্যে সচেতনভাবে ক্লাসিক আদর্শকে অনুসরণকে কাব্যরচনার কৃতিত্ব প্রাপ্য মধুসূদনের। ঊনবিংশ শতকে তিনি প্রথম সচেতনভাবে মহাকাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু খুব সচেতনভাবে না হলেও বাংলা সাহিত্যের আদি লগ্ন থেকেই একটি

ক্লাসিকতার বাতাবরণ রচিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যকে প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়। প্রাচীন সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাগীতি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গাল কাব্য, চৈতন্যচরিত সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, শিবায়ন, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি ধারা লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্য জীবনী অবলম্বনে রচিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থটির মধ্যে মহাকাব্যের নানা লক্ষণ ছড়িয়ে আছে ক্লাসিক কাব্যে। ড. সুকুমার সেন মনে করেছেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি কাব্যের নাম উচ্চারণ করতে গেলে চৈতন্যচরিতামৃত কব্যটির নাম উল্লেখ করতে হয়। পয়ারের বন্ধনে রচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় বন্ধিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি অতুলনীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণবপ্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন—

অত্যেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।

এই বর্ণনা পরিণীত শব্দ প্রয়োগে উজ্জ্বল। ক্লাসিক কাব্যের যে অন্যতম লক্ষণ পরিণতীবোধ তা এই কাব্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার, উদ্ধৃতি উল্লেখ জ্ঞানগম্ভীর ভাব ইত্যাদি মিলে এই কাব্যে একটি ক্লাসিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত লেখার আগে বড়ু চণ্ডীদাস লিখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য। এই কাব্য রচনা করতে গিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস পুরাণ, ভাগবত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য ইত্যাদি ঐতিহ্যের অনুসরণ করেছেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় এই কাব্যে। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র থেকে তিনি অনেক উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছিলেন। পয়ারছন্দে বাঁধনীয় এখানে ঘন পিনদ্ধ। ফলে এ কাব্যে একটি ক্লাসিক পরিমণ্ডল আছে। কবি সমাজ জীবনের অনুসরণে তার কাব্যে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন—'এবে মোর মন পরে কুম্ভরের পনি বা পুন্টলী বান্ধিয়া রাখ নহুলি যৌবন।'

মধ্যযুগের মঙ্গাল কাব্যের বিশেষত্ব নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গাল এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর অভয়ামঙ্গালে ক্লাসিকতার নানা লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। মুকুন্দের ভাষাভঙ্গি গদ্যাত্মক উপমা চয়ন বাস্তবধর্মী। মুকুন্দ বস্তুরসের কবি। তাঁর কাব্যের গঠন কথাধর্মী। ধর্মমঙ্গাল কাব্যের মধ্যেও রাঢ় অঞ্চলের জনজীবনের নানা পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। এখানে মহাকাব্যের উপযোগী বীর রসের উপাদান ও যুদ্ধ বিগ্রদের বর্ণনা আছে। তাই অনেক সমালোচক ধর্মমঙ্গালকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলেছেন।

মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৃত্তিবাসের অনুদিত রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের অনুদিত মহাভারত। কৃত্তিবাস তার অনুবাদে ঘরের কথাকে স্নেহ, পিতার প্রতি পুত্রের আনুগত্য ইত্যাদি পারিবারিক জীবনের মধু ছবিগুলি কৃত্তিবাসের কাব্যে অঙ্কিত হয়েছে। কৃত্তিবাস পারিবারিক আদর্শবাধ, ন্যায়নীতি, ভক্তির মহিমা এবং মানবতাবাদের জয়গান করেছেন। কাশীরাম দাস তার ভাবানুবাদে বাঙালিকে অমৃতলোকের

পথ দেখিয়েছে। পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনায় নীতিকথার বলিষ্ঠ প্রয়োগে তার কাব্য ক্লাসিকতার অনুগামী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সতীর দেহত্যাগের পর শিবের ক্রুদ্ধ রূপের বর্ণনায় একটি পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে।

কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ক্লাসিকতার লক্ষণ থাকলেও সচেতনভাবে কোনো কবি ক্লাসিক কাব্য রচনা করেন নি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ক্লাসিক রচনার কৃতিত্ব মধুসূদনের প্রাপ্য। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরগুপ্ত এবং ঈশ্বরগুপ্ত থেকে রঙ্গলাল পর্যন্ত বাংলা কাব্য প্রবাহটি যেন পল্লির সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছোট্ট নদীর মতো বয়েছিল। মধুসূদনের কাব্য এসে সাগরে কল্লোল ধ্বনিত হল। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে দুই হাজারের বেশি শ্লোকের মধ্যে মহাকাব্যের উদাত্ত গভীর সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। সে সুর মেঘের গর্জনের মতো, সমুদ্রের কল্লোলের মতো। মধুসূদনের কাব্য যথার্থই ক্লাসিক কাব্য। ক্লাসিক কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য সরলতা, প্রত্যক্ষতা, এবং গৌরব সমুন্নতি মধুসূদনের কাব্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী মধুসূদন তাঁর কাব্যে আটটির অধিক নয়টি সর্গ রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি সর্গের তিনি একেকটি নামকরণ করেছেন। তাঁর কাব্যের ৯টি সর্গই ৯টি নামে চিহ্নিত। মেঘনাদবধ কাব্য বীররসাত্মক কাব্য। রাবণের বীরত্বগাথাকে তিনি বন্দিত করেছেন। সেই সঙ্গে মিশেছে মেঘনাদের বীরগাথা। মধুসূদনের দৃষ্টিতে রাবণ তাঁর Grand Fellow আর ইন্দ্রজিৎ তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় চরিত্র। বীররসের পাশাপাশি এখানে করুণ রসের ধারাও মিশ্রিত হয়েছে। আবার স্বীকার বর্ণনায় শান্ত রসের প্রভাবটিও মিশে গেছে। মধুসূদন যে ছন্দ প্রয়োগে কত সচেতন ছিলেন তা বোঝা যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ থেকে। মিলটনের Blank verse ছন্দের অনুসরণে তিনি মেঘনাদবধ কাব্য রচনার জন্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। হেমচন্দ্র এমনকি রবীন্দ্রনাথও প্রথম দিকে এই ছন্দের মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারেননি। পরবর্তীকালে তারা এই ছন্দের তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করেন। মধুসূদন ভাষা প্রয়োগে যে কতদূর ক্লাসিকতার অনুগামী ছিলেন তার সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

অধীর ব্যাথার রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র, কভু ভগ্ন অসি
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে
কিন্তু মায়াময়ী মায়াবাহু-প্রসারণে,
ফেলাইয়া দূরে সবে, জননী, যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে

কর পদ্মসঞ্চালনে!

মধুসূদন তাঁর কাব্যে স্বর্গ ও মর্ত্য ও নরকের ছবি এঁকেছেন।

মধুসূদনকে অনুসরণ করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন বৃত্রসংহার কাব্য। অবশ্য বৃত্রসংহার কাব্যটির অনেকেই সমালোচনা করেছেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'বৃত্রসংহার যেন মেঘনাদবধ কাব্যে শিশু সংস্করণ'। বৃত্রাসুর বধ করতে দেবতাদের পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত দেবতাদের স্বর্গ পুনরুদ্ধারের কাহিনি এখানে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বকর্মার অস্ত্রশালা নির্মাণের বর্ণনায় কবি ক্লাসিক গাম্ভীর্যের পরিচয় দিয়েছেন। পাতালপুরীর বর্ণনাতেও কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পাতালপুরীর বর্ণনায় ক্লাসিকতায় অনুগামী। পাতালপুরীর বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"বসিয়া আদিত্যগণ তমঃ আচ্ছাদিত
মলিন নির্ব্বাণ যথা সূর্য্য ত্বিষাম্পতি,
বাহু যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অম্বরে ;
কিংবা সে রজনীনাথ হেমন্ত নিশিতে
কুজ্ঝটিমণ্ডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে,
পাণ্ডুবর্ণ সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তনুঃ—
তেমতি অমরকান্তি ক্লান্ত অবয়বে"।

বিশ্বকর্মার শিল্পশালা বর্ণনাতেও কবি অপূর্ব গাম্ভীর্যের পরিচয় দিয়েছেন। দধীচির পবিত্র অস্থি থেকে দেবজয়ী বৃত্রাসুর নিধনের জন্যে বর্জ্য নির্মিত হচ্ছে। কবি তার বর্ণনায় লিখেছেন—

"কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ ধাতুরাশি
পশিছে পৃথিবীগর্ভে—শত শত যেন
মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি
ছুটিছে মহী-জঠরে, কোনখানে শোভে
শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত আলোকে
আভাময় ; রক্তবর্ণ তাম্রের স্তবক
কোনখানে—রুধিরাক্ত তরঙ্গ আকৃতি
রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ
নিরখিলা আখগুল সে মহীজঠরে,
শোভাকর-শোভাকর যথা অন্ধকারে
বিজলী উজ্জ্বল আভা কাদম্বিনী-কোলে!
জ্বলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে,
কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমিগুমি,
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ যথা ধূমধ্বজ
গৃহদাহে, কভু দীপ্ত কভু গুপ্ত ভাবে!

পীতবর্ণ হরিতাল—স্তূপ কোন স্থানে
ধরে শিখা নীলবর্ণ—দীপ্তি খরতর ;
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে।
কোথা স্রোতে তরঙ্গিত ছুটিয়া ধরায়।"

কিন্তু ভাবে ভাষায় ক্লাসিকতার লক্ষণ থাকলেও বৃত্রসংহার যথার্থ মহাকাব্য হয়নি। নবীনচন্দ্র সেন রচনা করেছিলেন রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। রৈবতকে সূচনা কুরুক্ষেত্রের বিকাশ এবং প্রভাসে সমাপ্তি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিশাল কর্মকাণ্ডকে তিনটে খণ্ডের মধ্যে ধরতে গিয়ে এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাব্য তিনটি রচনার জন্যে এ কাব্য ব্যর্থ হয়েছে। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনা বিশাল। এই বিশালতাই ইহার একটি মৌলিক ত্রুটি। মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ মহাকাব্যের ঘটনারাজির ভূমিকায় কৃষ্ণ চরিত্রের তিনটি লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যেন দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বাংলাকাব্যের যথার্থ ক্লাসিক কবি মধুসূদন।

রোমান্টিসিজম

রোমান্টিসিজম হল একটি বিশিষ্ট শিল্পাদর্শ। জগৎ ও জীবনকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে যে অলীক ভাবনা তাই রোমান্টিসিজম। রোমান্টিক কবি নভোচরী। তিনি এই বাস্তবের মাটিতে শান্তি পান না। বাস্তবকে ছাড়িয়ে আর একটি নতুন জগতের সন্ধানে তিনি ছুটে বেড়ান। রোমান্টিক কবির দুটি প্রধান স্বভাব বৈশিষ্ট্য—প্রথমত, তিনি চঞ্চল মনের অধিকারী, দ্বিতীয়ত, তিনি সুদূরের পিয়াসী। সুদূরের পিয়াসী বলেই রোমান্টিক কবি সব সময় অসীমাভিসারী। আর জীবনের মর্মমূলে থাকে একটি অতৃপ্তি, নৈরাশ্য ও বিষাদ কাতরতা। "হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।" এই হল রোমান্টিক কবির মর্মবাণী।

বস্তুত যে আলো কোনোদিন জলেও দেখা যায়নি, স্থলেও দেখা যায়নি, সেই অপ্রাপণীয় আলোর সন্ধানে যাত্রা করেন রোমান্টিক কবি। তিনি মনের মধ্যে যে কল্পমূর্তি তৈরি করেন সেই মূর্তিকে বাস্তবের বাহুবন্ধনে কাছে পেতে চান। কিন্তু একান্তভাবেই যা কল্পনার সামগ্রী তাকে বাস্তবে পাওয়া যায় না। তখন একটি বেদনাবোধ কবিচিত্তকে অধিকার করে।

ইংরেজি সাহিত্যে Wordsworth, Shelley, Keats প্রমুখরা রোমান্টিক কবি হিসাবে জগৎ বিখ্যাত। Wordsworth প্রকৃতির মধ্যে একটি অপূর্ব সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। Keats প্রকৃতির বস্তুসত্তাকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু বাস্তবের অতিরিক্ত একটি ছায়াময় কল্পনার জগতে প্রস্থান করেছিলেন। Shelley অসীমাভিসারী। প্রকৃতি ও নারী তাঁর দৃষ্টিতে এক অপূর্ব সৌন্দর্যময় সত্তায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

কবি বিহারীলালের হাতে বাংলা কবিতায় রোমান্টিতার সূত্রপাত। অনুভূতি মানব মনের একটি চিরন্তন ব্যাপার। তাই সব কালের, সব দেশের কবিতার মধ্যে এই রোমান্টিক

অনুভূতির রেশ বয়ে যায়। বিহারীলালের পূর্বেও বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি বাংলা কাব্যে রোমান্টিকতার বিস্তার ছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেছেন—"জন্ম রোমান্টিক'।

তিনি বাংলা কাব্যের রোমান্টিকতার সীমাকে সম্প্রসারিত করেন। তাঁর সমসময়ে বাংলা কবিতা একান্তভাবে রোমান্টিকতা নির্ভর হয়ে পড়েছিল।

ফরাসি শব্দ Romaunt থেকে ইংরেজি Romance শব্দটির উদ্ভব। তা থেকে আস্তে আস্তে Romantic শব্দটি তৈরী হয়। রোমান্টিসিজম হল একটি বিশিষ্ট শিল্পাদর্শ। ক্লাসিসিজমের বিপরীতে রোমান্টিসিজম শব্দটি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যাদর্শের ইতিহাসে এই মতটি আধুনিক,সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে এর প্রয়োগ লক্ষিত হয় ইংরেজি সাহিত্যে।

রোমান্টিসিজম শব্দটির উপযুক্ত কোনো বাংলা শব্দ নেই। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিসিজমের বাংলা করেছেন কল্প পন্থা। কিন্তু শব্দটি সেভাবে বাংলায় প্রচলিত হয়নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিসিজমের বাংলা করেছেন ধ্রুপদী আর রোমান্টিসিজমের বাংলা করেছেন 'খেয়ালী'। কিন্তু রোমান্টিসিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'খেয়ালী' শব্দটি যথোপযুক্ত নয়। 'খেয়ালী' বললে সচরাচর মনে হতে পারে যে, এখানে উপযুক্ত গভীর কল্পনাশীলতার অভাব আছে। কবি মোহিতলাল 'fancy' শব্দটির বাংলা করেছেন 'খেয়ালী কল্পনা'। বাংলা নামগুলির চেয়ে ইংরেজি রোমান্টিসিজম শব্দটিই বেশি প্রচলিত।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে ক্লাসিসিজমের বিপরীত রীতি হিসেবে রোমান্টিসিজমের ধারণাটি গৃহীত হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটেনি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যে ভার্জিল, মিলটন প্রমুখের রচনাদর্শের আদর্শে মধুসূদন রচনা করলেন সাহিত্যিক মহাকাব্য মেঘনাদবধ কাব্য। আর ইংরেজ কবি শেলি, কিটসের কাব্যধারা অবলম্বনে বিহারীলাল রচনা করলেন প্রথম গীতিকাব্য সারদামঙ্গল। অবশ্য বিহারীলালের কাব্যচর্চার পূর্বেই বাংলা কাব্যে গীতি কবিতার নির্ঝরিণী প্রবাহিত ছিল। কিন্তু সচেতনভাবে আত্মভাবের উদ্বোধন ঘটিয়ে গীতি কাব্য রচনা করলেন সর্বপ্রথম বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথের কথায় বিহারীলালই বাংলা গীতিকবিতার প্রথম ভোরের পাখি, তবে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের পার্থক্য নির্ণয় করা বাংলায় বেশ কঠিন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যেও গীতি কবিতার নানা উপাদান বর্তমান। আবার বিহারীলালের সারদামঙ্গল প্রথম বাংলা গীতিকাব্য হলেও তা মহাকাব্যের মতোই সর্গবন্ধ।

রোমান্টিসিজম কোনো বিশিষ্ট মতবাদ ভিত্তিক সাহিত্য আন্দোলন নয় বলেই তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কিছু কিছু লক্ষণের বিচারে রোমান্টিকতা চিহ্নিত হয়। তবু রোমান্টিকতাকে কে কি ভাবে চিহ্নিত করেছেন তা দেখা যেতে পারে ঃ হারফোর্ডের মতো রোমান্টিকতা হলো—"An extra ordinary development of imaginative sensiblity."। ওয়াল্টার চেস্টারের মতে রোমান্টিকতা হল 'Addition to Strangeness to beauty' এজরা পাউন্ড বলেছেন—An image is that which presents

and intellectual and emotional complex in an instant of time.' রাস্কিন রোমান্টিকতা সম্বন্ধে কিছু বলেননি। কিন্তু রোমান্টিকতার আশ্রয়স্থল গীতি কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন—"Lyrical poetry is the expression of the Poet of his own fellings". হ্যামিলটন বাকলের মতে—"romanticism has already passed is to the real of the unknowble"। এডওয়ার্ড আলাবার্ট মনে করেছেন যে, রোমান্টিকতা হল প্রকৃতির অভিমুখে প্রত্যাবর্তন 'The return to nature'। ওয়ার্টস ডালটন রোমান্টিকতা প্রসঙ্গে স্টাটার চিত্তের বিস্ময় ও রহস্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। ভিক্টর হুগোর মতে রোমান্টিকতা হল বন্ধনহীন হয়ে স্বাধীনভাবে পথ চলার প্রবণতা—'Liberalism in literature'। ব্রুনেতিয়ের হুগোর মতকে মেনে নিয়ে বলেছেন সাহিত্য রচনায় এ এক ধরনের আত্মমুক্তির প্রবণতা। রোমান্টিকতার সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি প্রায় সবই অবাধ কল্পনা, বিস্ময়বোধ ইত্যাদিকে রোমান্টিসিজমের অন্যতম লক্ষণ বলে মনে করেছেন। রোমান্টিক কবিতার মর্মমূলে থাকে অতৃপ্তি, নৈরাশ্য ও বিষাদ। রোম্যান্টিক কবি প্রকৃতি ও প্রেমকে দেখেন অপূর্ব ভাবময় দৃষ্টিতে। মনে মনে তিনি যে সব জগৎ তৈরি করেন। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে যখন সেই জগৎটি ভেঙে যায় তখনই শুরু হয় রোম্যান্টিক কবি মনের বিষাদ। রোমান্টিক কবি মনের মধ্যে যে বিশ্বমোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী মানসী প্রতিমা কল্পনা করেন এবং তাকে বাস্তবে বাহুবন্ধনে বেঁধে ধন্য হতে চান, সেই কল্পনা যখন বাস্তবের সংঘাতে বিলীন হয়ে যায় তখন সেই অতৃপ্তি ও যন্ত্রণা থেকে তৈরি হয় রোমান্টিক ভাবনার জগৎ।

রোমান্টিসিজম হল একটি বিশেষ নান্দনিক ধারণা। কোনো বিশেষ যুগ বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়ায় হয়তো এই ধারণাটির উৎপত্তি করেছিল। ক্লাসিক বা নিও-ক্লাসিক যুগে যখন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সাহিত্যকে কিছুটা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট করে তুলেছিল তখন অনেক সাহিত্যিক রোমান্টিকতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। Bloomsbury তাঁর Guide to Englsih Literature গ্রন্থে বলেছেন যে, মধ্যযুগে এই শব্দটি ল্যাটিন থেকে ভাষান্তরিত হয়। এক সময় তা যে কোনো রকম সৃষ্টিকর্মকে বোঝাত। Burxun রোমান্টিক শব্দটি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যক্তিগত চাহিদামূলক একটি শব্দ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আমেরিকান পণ্ডিত গবেষক A. O. Lovejoy রোমান্টিসিজম প্রসঙ্গে লিখেছেন—"It means nothing at all. The variety of its actual and possible meaning and connotation reflect the complexity and multiplicity of European romanticism। রোমান্টিক শব্দটিকে প্রথম শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন Friedrich Schlegal. August-এর মতে রোমান্টিসিজম হল ক্লাসিসিজমের বিপরীত প্রবণতা।

রোমান্টিকতা হল একটি বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবণতা। কল্পনা, ব্যঞ্জনা, বিমূর্ত ধারণা, স্বপ্নময়তা, অতীতচরিতা, আত্মমগ্নতা, রোমান্টিক কাব্যের বড়ো বৈশিষ্ট্য এইসব ধারণার ভিত্তিতে রোমান্টিকতার কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, রোমান্টিক কাব্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তার জয়গান করা হয়। সামাজিক, ধর্মীয় নীতি নিয়ম, সংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীন প্রতিবাদ বিদ্রোহ ধ্বনিত হয় এই জাতীয় কাব্যে।

দ্বিতীয়ত, রোমান্টিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির কাছে প্রত্যাবর্তন। ক্লাসিক সাহিত্যে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী। রাজা মহারাজা বা অতিলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের জয়গান করা হয়েছে। কিন্তু রোমান্টিককাব্যে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষ। ব্যক্তি মানুষের হাহাকার, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখের কথায় পূর্ণ রোম্যান্টিক কাব্য।

তৃতীয়ত, যুক্তি-বুদ্ধির চেয়ে এখানে মানুষের হৃদয়ানুভূতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

চতুর্থত, মধ্যযুগের স্বপ্নময়, গৌরবগাথা মূলক জীবনবোধকে নতুন মানবতার আলোকে নতুন জীবনাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রবণতা কাজ করে রোমান্টিক কাব্যে।

পঞ্চমত, রোমান্টিক কাব্যে স্রষ্টার মৌলিক অনুভূতি প্রাধান্য পায়। জগত ও জীবনের যৌন কোনো তত্ত্বপ্রকাশ বা ন্যায়নীতির আদর্শে কাব্য রচনার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম এখানে থাকে না, তাই কবির কল্পনাশীলতা, ব্যক্তিগত উপলব্ধির জগতটি এখানে দারুণভাবে প্রকাশ পায়।

ষষ্ঠত, রোমান্টিক কাব্যে কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ানুভূতির দ্বারা লিখিত হলেও তা সর্বজনীন মানবসত্যকেই প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত অনুভব বিশ্বগত অনুভবে রূপান্তরিত করা রোমান্টিক কবিতার বড়ো ধর্ম।

মনে রাখতে হবে যে ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবি কল্পনার দুটি বিশিষ্ট ভঙ্গী, ক্লাসিক কবি কল্পনা আদিম মানবতার অনুগামী আর রোমান্টিক কবি কল্পনা পরিণত যুগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। যুগের পরিবর্তনে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে ক্লাসিক কল্পনা রোমান্টিক কাব্যাদর্শে বিবর্তন লাভ করেছে।

রোমান্টিসিজমের উদ্ভব ও বিকাশ

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ক্লাসিক্যাল নিয়ম শৃংখলার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রুশো তাঁর রচনায় প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে মানুষকে আহ্বান করলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে সবই ছিল পরিমিত। শহরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত, সাহিত্যে চলত তারই প্রতিচ্ছবি। যুক্তি ও বিচারের মাপকাঠি ছেড়ে মানুষ প্রকৃতি-প্রেম, আকাশ ও মাটির ডাক শুনতে পেলো অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। মানুষ রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শের মধ্যে দিয়ে নীতি নিয়ম যুক্তি শৃংখলার কঠিন বন্ধন ছেড়ে কল্পনার জগতে আশ্রয় খুঁজে পেলো।

ক্লাসিক্যাল যুগে ছিল ক্যাপলেটের (Couplet) চাপ। ক্যাপলেট এর জায়গায় এখানে এলো স্পেনসারের প্রভাব। এলিজাবেথীয় যুগকে বলা হয় রোমান্টিক যুগ। অষ্টাদশ শতকের শেষে রোমান্টিসিজমের পুনরাগমন ঘটল বলে এই পর্বকে বলা হয় রোমান্টিক

রিভাইভাল (Romantic Revival)। ক্লাসিসিজমের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে একে রোমান্টিক রিয়াকস্যান (Romantic Reaction) ও বলা হয়। ভিক্টর হুগো একারণে বলেছিলেন যে ক্লাসিক্যাল নিয়মনীতি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে সাহিত্যিক ও কবিদের স্বাধীনভাবে পথ চলাই হল রোমান্টিকতা। রোমান্টিসিজমের ওপর ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব প্রবল। ফরাসি বিপ্লব বয়ে এনেছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ। ফরাসি বিপ্লবের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ওয়ার্ডস ওয়ার্থকে পরবর্তীকালে বিমুখ করলেও প্রথম জীবনে তিনি বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ফরাসি বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

Bliss was it in that down to be alive,
But to be young was very heaven !

ফরাসি বিপ্লবের কাছ থেকে কবিরা পেলেন সাধারণ মানুষকে ভালোবাসার প্রেরণা। পোপসুইফ্ বা অ্যাডিসন সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতে পারে নি। কিন্তু রোমান্টিসিজমের প্রভাবে এই ধূলি ধূসরিত মর্ত্য জীবন এবং নিপীড়িত, নির্যাতিত সাধারণ মানুষ কাব্যে বরণীয় হয়ে উঠল।

রোমান্টিক যুগে গদ্য রচয়িতার চেয়ে কবিতার সংখ্যা অনেক বেশি। অষ্টাদশ শতকে গদ্যই প্রাধান্য পেয়েছিল কিন্তু রোমান্টিক যুগে প্রাধান্য পেল কবিতা। প্রকৃতি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রকৃত বিষয়ও কাব্যে বিষয় হয়ে উঠল। বিদ্রোহ এবং সৌন্দর্যানুভূতির কাব্যের স্থান গ্রহণ করল।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে রোমান্টিক কবিতা চর্চার ইতিহাসে জেমস্ টমস্ন, জন ডায়ার, এড্ওয়ার ইয়ং, রবার্ট ব্লেয়ার, মার্ক একেন্সাইড, উইলিয়াম কলিংস্, যোসেফ্ ওয়ার্টন, জেমস্ বিট্টি, টমাস গ্রে, উইলিয়াম কুপার, জর্জ ক্র্যাব, রবার্ট ব্রার্নস প্রমুখ কবির নাম উল্লেখযোগ্য।

জেমস্ টমসন্ তাঁর 'The Seasons'কাব্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যকে রূপায়িত করেছেন। জন ডায়ার তাঁর 'Gronger Hill' নামক কবিতায় নিজের জন্মভূমি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। এড্ওয়ার ইয়ং তাঁর 'The Complaint' কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকৃতির পূজা করেছেন। এই কাব্যে রোমান্টিক বিষাদত্ত প্রকাশিত হয়েছে। উইলিয়াম কলিংস অপূর্ব সুরমাধুর্যে নিঃসর্গ প্রীতিকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'Ods on Several Discriptive and Allegorical Subjects' কাব্যগ্রন্থে। যোসেফ্ ওয়ার্টন এবং টমাস্ ওয়াটান্ পোপের নিয়মনীতি সর্বস্ব কাব্যের বিরোধিতা করেছেন। ওয়ার্টনের 'The Enthusias or the Love of Nature' উল্লেখযোগ্য। টমাস গ্রে—কাব্যে পান্ডিত্যের সঙ্গে কবি প্রতিভার মিশ্রণ ঘটেছে। প্রকৃতির বর্ণনা মানব প্রীতি ও বিশাদের সুর তার অনেক কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। গ্রের শোক কবিতাগুলি ইংরেজি সাহিত্যে সুবিখ্যাত। তাঁর 'Ode on the death of a Favourite Cat' উল্লেখযোগ্য শোক কবিতা। জর্জ ক্রেব, রবার্ট ব্রার্নস প্রমুখের কবিতায় প্রকৃতি ও প্রেম চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্রার্নেস কবিতায় কঁটল্যান্ডের মেঠো সুর ও উপভাষার অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। আবার ব্যঙ্গ কবিতা রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। William Blake এর কবিতায় মিস্টিসিজম ও রোমান্টিসিজমের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে। ব্লেক তাঁর 'Poet' the Poctical Sketches' কাব্যে গীতিকবিতার অপূর্ব সুরমূর্চ্ছনা সৃষ্টি করেছেন। ব্লেক ছিলেন খ্রিস্টভক্ত। বাইবেল ছিল তার জীবনের ধ্রুবতারা। তাই তিনি মিস্টিসিজমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের প্রধান উদগাতা William Wordsworth তাঁর লিরিক্যাল ব্যালাডস্ রোমান্টিসিজমের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। Wordsworth ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতিকেই তিনি চিরজীবন পূজা করেছেন। Wordsworth -এর কাব্যে সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতি যেন ফুঁটে উঠেছে। যেন একই বৃন্তে দুটি ফুল। Wordsworth লিখেছেন ঃ

"Love had he found in huts where Poor men lie,
His daily teachers had been woods and rills,
The Silence that is in the Starry Sky,
The Sleep that is among the lovely hills.

Wordsworth অষ্টাদশ শতাব্দীর আড়ম্বরপূর্ণ ভাষাকে বর্জন করেছেন কাব্যের বিষয়েও তিনি এনেছেন পরিবর্তন। নিজের কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'The Lyrical Ballods' এর ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"The Principal object then, proposed in these poems was to choose incidents and situation's from common life, and the relate or describe them throughout, as for us this was possible in a selection of language really used by men, and at the same time, to throw over them a certain colouring of the imagination, where by ordinary things should he presented to the mind in an unsual aspect : and further, and above all, to make these incidents and situations interesting by tracing in them, truly though not ostentiously, the primary laws of our nature, chietly, as far as regards the manner in which we associate ideally in State of excitement."

কোলরিজ অতিপ্রকৃতকে তাঁর কাব্যের বিষয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর খ্রিস্টাবেল দ্য এনমিয়েন্ট মেরিনার ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে অলৌকতার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। রবার্ট সাদে জর্জ গর্ডন, বায়রণ, পার্শিবিসি শেলী, জন কিটস্ প্রমুখরা ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। রবার্ট সাদে 'Joan arc' কাব্যে ফরাসি বীরাঙ্গনা জোনের প্রতিশ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন। The prisoner of chillone, Mantrede, cain প্রভৃতি কবিতায় কোথাও আছে স্বাধীনতার পূজা, কোথাও বা রক্ষণশীলতার প্রতি বিদ্রোহ। বায়রণ ছিলেন রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবি তার সংজ্ঞা

দিতে গিয়ে তিনি কল্পনার ওপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন বেশি। শেলী ছিলেন বিদ্রোহী ও মানব দরদী। তাঁর Prometheus unbound তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে তিনি মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছেন। জন কিটস্ সৌন্দর্য পিপাসু কবি। জগতের সৌন্দর্য সুধাকে তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। তিনি সত্য ও সুন্দরের পূজারী। তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, সত্য ও সুন্দর উদ্ভাসিত হয়েছে।

কাব্য রচনার পাশাপাশি উপন্যাসেও এই সময় রোমান্টিকতার প্রভাব পড়েছিল। রোমান্টিক যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট, জেইন অস্টেটেইন প্রমুখেরা প্রবন্ধ রচনাতেও এই সময় রোমান্টিসিজমের কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। ল্যাম্ব, হ্যাজলিট ডিকুইনসিন প্রমুখেরা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও কিছুটা রোমান্টিক চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়েছে।

অনেক সমালোচক মনে করেন সে ইংল্যান্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের পূর্বাভাস ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে জার্মানীতে উদ্ভূত Sturn and grang আন্দোলনের মধ্যে এই পর্বের লেখক শীলার গোটে, লেঞ্জ প্রমুখেরা ছিলেন ক্লাসিকতার বিরোধী। জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনকে Early Romatic's এবং High Romantic's এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

ফ্রান্সের সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে Madame Stael ফরাসি সাহিত্যকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করে বলেছেন যে উত্তরাঞ্চলের সাহিত্যে মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ভাবধারা ও রোমান্টিক আন্দোলনে সমৃদ্ধ আর দক্ষিণাঞ্চলের সাহিত্য ক্লাসিক। ফ্রান্সে রোমান্টিকতার সূত্রপাত ঘটে। Lamartime, Victor Hugo প্রমুখ সাহিত্যিককে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে Duman এবং Demamussel প্রমুখের রচনায় তা পরিপুষ্ট হয়।

রোমান্টিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, বায়রণ, কীটস্ প্রমুখেরা সবাই রোমান্টিক কবি হলেও তাঁদের এক একজনের কবি মনের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য। কেউ প্রকৃতি প্রেমিক কবি, কেউ মানব প্রেমিক আবার কেউ বিদ্রোহী। কেউবা সৌন্দর্য সাধক। রোমান্টিক কবিতার নানা বৈশিষ্ট্য তাদের লেখায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রোমান্টিক কবিতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির কীভাবে কবিরা তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করেছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়।

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ প্রকৃতি প্রীতি। রুশ প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান করেছিলেন। রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রকৃতিতে কেউ দেখেছেন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউবা দেখেছেন তার শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপের ছবি। আবার কেউ প্রকৃতিকে জড়নীর হিসেবে দেখেছেন।

ওয়াডর্সওয়ার্থ ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতি তাঁর জীবনে সুর হয়ে বেজে উঠেছে।

তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় প্রকৃতির ওপর প্রবল বিশ্বাসের ছবি আছে। Lines Written a few mines above tintaran abbey কবিতায় তিনি প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসার ক্রমবিকাশের কথা বলেছেন। প্রথম দিকে তিনি শৈশবে উদ্যাম কল্পনা নিয়ে প্রকৃতিকে ভালোবেসেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন ইন্দ্রিয় দিয়ে। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি চিন্তা ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে দার্শনিক প্রত্যয় থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করেছেন। The prelude কবিতায় তিনি শিশুকাল থেকে কীভাবে প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন তাঁর নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। শেলীও প্রকৃত প্রেমে। তবে প্রকৃতির মধ্যে তিনি দার্শনিক সত্যকে খুঁজতে চেয়েছিলেন। Alaster কবিতায় তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দিব্য দর্শন করেছেন। কবি কীটস্ সুন্দরের পূজারী। প্রকৃতির মধ্যে তিনি দেখেছেন সুন্দরের প্রকাশ 'Ode to a Nightingle' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"Charm'd magic carements opening on the foam
Of perilous seas, in facry lands torlone."

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম অবলম্বন হল মানবপ্রেম। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রোমান্টিক কবিদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। রোমান্টিক কবিরা মানব প্রেমকে তাঁদের কাব্যের বিষয় করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মাইকেল, লিচ গ্যাদারার দ্য ইডিয়ট বয়, উই আর সেভেন, রেজেলিউসান, অ্যান্ড ইন্ডিপেনডেনস্ প্রভৃতি কবিতায় মানবপ্রীতির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলী মানব প্রীতির সার্থক রূপকার। তাঁর কুইন ম্যাব কাব্যে আয়ানথি পৃথিবীর মানুষের অনটন দারিদ্র বেদনা দেখে ব্যতিত হয়েছিলেন। এ বেদনা যেমন আয়ানথির তেমনি স্বয়ং কবির। প্রমেথিয়ুস আনবাউন্ড শেলীর শ্রেষ্ঠ মানব প্রেমের কাব্য। জনগণের প্রতিনিধি প্রমেথিয়ুস মানুষের উপকারের জন্য স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করেছিলেন। শেলীর মানব প্রেম রোমান্টিক কাব্যের স্বরূপটিকে মূর্ত করেছে।

রোমান্টিক কবিতায় অন্যতম লক্ষণ হল বিদ্রোহ। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ রুশ ও গডউইনেরদর্শনের প্রভাব রোমান্টিক কবিদেরবিদ্রোহী করে তুলেছিল। এ বিদ্রোহ একদিকে যেমন পুরনো নীতি নিয়ম ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অন্যদিকে তেমনি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পুরনো ধ্যান ধারণা ও ক্লাসিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের যুগ্ম রচনা। লিরিক্যাল ব্যালাডস প্রকাশিত হওয়ার পর কবি বায়রণ পুরনো নিয়ম নীতি ও আচার আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবনকে উপভোগ করার আহ্বান করেছেন। শেলী ন্যায়বিচার দাবী করেছেন। অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ তাই শেলীর কাব্যে প্রমেথিয়ুস জুপিটারের আদর্শে বিরুদ্ধাচারণ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। 'Ode to the West Wind' কবিতায় শেলী ঝড়ো বাতাসের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গ্লানিকে দূর করতে চেয়েছেন। 'Ode to Liberty' কবিতায় শেলী স্বাধীনতার জয়গান করেছেন। কীটস্ যুগের বিরুদ্ধে ও স্থূল রুচির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে 'A thing of beauty is a Joy forever.'

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সৌন্দর্যানুভূতি। রোমান্টিক কবি কল্পনা সৌন্দর্য চেতনায় উৎসারিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্যের মধ্যে অন্তর সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন ঃ

"To me the meanest flower that blow can give
Thoughts that do often lie to deep for tears'.

বায়রনের অশান্ত চিত্ত ও আত্ম সমাহিত। তিনি লিখেছেন ঃ

"My altars are the mountaine and the ocean
Earth, air, stars-all that Spring from the great whole
Who hath produced, and will receive the soul."

কীটসের কবি দৃষ্টিও ছিল সৌন্দর্যচেতনায় পরিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ঃ

"Beauty is truth, truth beauty, that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ হল প্রেম। শেলী, ব্রাউয়িন প্রমুখেরা প্রেমের কবি। শেলীর প্রেমকে বলা হয় প্লেটোনিক প্রেম। তাঁর প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য চিন্তাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এ প্রেম দেহ নির্ভর নয়। শেলী লিখেছেন ঃ

"One word is too often profaned
For me to profane it ;
One fecling too falsely disdain'd
For thee to disdain it ;
One hope is too like despair
For prudence to smother ;
And pity from thee more dear
Than that from another.
I can give not what men call love ;

রোমান্টিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বর বিশ্বাস। এ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবোধ নয় অন্তরের গভীর উপলব্ধি থেকে এই উপলব্ধি থেকে জাগ্রত হয় এই অধ্যাত্মবোধ ইংরেজি কাব্য সাহিত্যে শেলীকে বলা হয় 'The poet of hopes in despire'। রোমান্টিক জীবন জিজ্ঞাসাই তাঁকে আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী করে তুলেছিলেন। প্রমেথিয়ুস আনবাউণ্ড, অ্যাডোনাইস ইত্যাদি কবিতায় আত্মার অবিনশ্বরতার কথা আছে। ব্যক্তিগত নৈতিক অনুভূতির সুরটিও এসব ক্ষেত্রে বর্তমান। কোলরিজের ক্রিস্টাবেল কবিতাটির শেষেও আছে ঈশ্বরের অনুভূতি। বায়রন প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন এক ঐশী শক্তির লীলা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে দেখেছেন ঈশ্বরের প্রকাশ ঃ

"In all things, in all natures, in the stars
The active principle abides, from link to link
It circulates the soul of all the worlds."

রোমান্টিক কবিতার মধ্যে থাকে কল্পনা ও বিস্ময়বোধের জাগরণ। এলিজাবেথীয় যুগকে বলা হয় বিস্ময়ের নবজাগরণ। এলিজাবেথীয় যুগের প্রায় আড়াইশো বছর পরে রোমান্টিক যুগের আবির্ভাব। রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতির মধ্যতা দিয়ে অপূর্ব সৌন্দর্য ও ঈশ্বরের লীলার প্রকাশ। প্রেমের মধ্যে দেখলেন এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা। কীটসের কবিতায় প্রাচীন গ্রীসের একটি পুরনো পাত্র হয়ে উঠল অপরিসীম সৌন্দর্যের প্রতীক। 'Ode to a Nightingle' মধ্য রাত্রির রহস্যকে কবি দেখলেন অপূর্ব বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। প্রকৃতির সৌন্দর্যসুধাকে তিনি অপূর্ব রোমান্টিক অনুভব দিয়ে গ্রহণ করলেন। ফুলের সুরভিতে আচ্ছন্ন কবি অপূর্ব বিস্ময়বোধে লিখলেন ঃ

"Pillowed Upon my fair love's ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell."

রোমান্টিক কবিতার মধ্যে থাকে আদর্শবাদ। বায়রনের আদর্শ ছিল তীব্র জীবনাবেগ। কীটস্ সৌন্দর্যের মধ্যে খুঁজেছেন সত্যকে। শেলী মানুষের দুঃখ দেখে ব্যথিত হয়েছেন। তিনি চেয়েছেন পৃথিবীর মানুষকে দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত করে এক নতুন জগতের সন্ধান দিতে। শেলী নিজেও জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভেসে চলেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছেন যে জীর্ণ পুরাতন ধ্বংসস্তূপের ওপর সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার আলো জ্বলে উঠবে। রোমান্টিক কবিরা প্রায় সবাই ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের একটি কল্পনারাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই আদর্শবাদের সূত্রেই শেলীর কবিতায় এসেছে প্রবল আশাবাদ।

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম সুর বেদনাবোধ। মানুষের জীবনে যেমন সুখ আছে আনন্দ আছে তেমনি আছে দুঃখ। শেলী তাঁর কবিতায় লিখেছেন—"Our Sweetest song are those that tell of saddest thought." শেলী বিষাদে ডুবেছিলেন। শেলীকে বলা হয় 'A wonderer following a vague beautiful vision forever sad and forever unsatisfied." প্রকৃতিগত ভাবে শেলী বিষন্ন। এই বিষণ্ণতার কখন এসেছে অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা থেকে কখনও বা প্রকৃতি ও সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারার যন্ত্রণা থেকে। কখনও বা দেহহীন প্রেমের আদর্শবাদ থেকে। চাওয়া ও না পাওয়ার অবিরাম দ্বন্দ্বের জন্যে কখনও তিনি বলেন "I fall upon the throns of live ! bleed ! কিংবা I fail, I faint and of die." বায়রনের মধ্যেও দুটি প্রতিবাদী চেতনার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। কবি কীটসের জীবন বেদনা বিক্ষুব্ধ। তাঁর কবিতায় বিরুদ্ধ সমালোচনা দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ। প্রেমিকার প্রত্যাখ্যান তাঁর জীবন বোধকে এক চরম বেদনায় নিক্ষেপ করেছে। তাঁর বিভিন্ন ode কবিতায়, ইজাবেলা, এমিয়া ইত্যাদি কবিতায় তাঁর কবিচিত্তের বেদনা, ব্যাকুলতা ও বিষাদ ধরা পড়েছে।

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ হল স্বপ্নময় অতীতলোকে প্রস্থান। কবিরা এই পৃথিবীর যন্ত্রণা বেদনা থেকে মুক্তি পেতে অতীতের বলিষ্ঠ জীবনবোধে মুক্তি খুঁজেছেন। ওয়াডর্সওয়ার্থের প্রিলিউড কবিতায় অতীত চারিতা বিশেষ উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে।

ইয়ারো রিভিজিটেড কবিতায় কবি বারবার অতীত লোকে যাত্রার কথা জ্ঞাপন করেছেন। কোলরিজের কাব্যগুলির পটভূমি মধ্যযুগ। মধ্যযুগীয় আচার বিশ্বাস ধ্যান-ধারণা পেগান বলিষ্ঠতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কবি কীটস যেন কোলরিজের ভাবশিষ্য। ক্রিস্টাবেলের প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। প্রাচীন গ্রিসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। তাঁর বিভিন্ন ode কবিতায় এবং 'Fall of Hyprion' কাব্যে অতীতচরিতার নানা লক্ষণ বর্তমান। কীটসের এই অতীত চারিতার দিকটিকে লক্ষ্য রেখে অনেক সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে পলায়নবাদের অভিযোগ এনেছেন। শেলীও অতীতচারী। তাঁর প্রোমেথিয়ুস আনবাউন্ড ও অ্যাডোনেস কবিতায় অতীতের ছায়াছন্ন স্বপ্ন মুগ্ধতার প্রতি একটি গভীর আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে।

রোমান্টিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ হল প্রকৃতিকে অবলম্বন করে অতি প্রকৃতের জগতের প্রস্থান। কোলরিজের কবিতায় অতিপ্রাকৃত পটভূমি আছে। অতিপ্রাকৃত পটভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধ্যযুগীয় পরিবেশ। তাঁর ক্রিস্টাবেল কবিতাটির মধ্যযুগের পটভূমিকায় রচিত। স্যার লেওলিনের ক্যাশল তাঁর চারপাশের পরিখা মধ্যযুগের স্মৃতি চিত্র। এনসিয়েন্ট মেরিনার কবিতাটিও অতীতের পটভূমিকায় রচিত। কবি এখানে যেন শব্দের একটি চিত্রশালা রচনা করেছেন। কুবলাখানা প্রাসাদের বর্ণনাতেও আছে স্বপ্নের জড়িমা।

"In Xanadu did Kubla Khan
A Stately Pleasure dome decree
Where Alph, the Sacred river, ran
Though Caverns measurcless to man
Down to a sunless sea."

কোলরিজের অতিপ্রাকৃত পরিবেশ বর্ণনা ও অতীত চরিতার মধ্যে মিশে গেছে ঈশ্বরীয় অনুভব। এনসিয়েন্ট মেরিনারে তিনি লিখেছেন ঃ

"He prayeth best, who loveth best
All things both great and small
For the dear God who loveth us
He made and loveth all."

রোমান্টিক কবিতায় আরেকটি লক্ষণ হল আত্মনিমগ্নতা। রোমান্টিক কবিরা তাদের স্বপ্ন জগতকে ঘিরে আত্মনিমগ্ন হয়েছেন। ওয়াডর্সওয়ার্থ নিমগ্ন ছিলেন প্রকৃতির স্বরূপ সন্ধানে। কোলরিজ নিমগ্ন ছিলেন অতিপ্রাকৃত রহস্য জগতে। কীটস্ ইন্দ্রিয় নির্ভর সৌন্দর্য সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। শেলী বিদ্রোহ ও বিপ্লববাদে আস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন। আত্মনিমগ্নতা একটি নির্দিষ্ট ধারাপথে প্রবাহিত হয়নি। প্রত্যেক কবির আত্মনিমগ্ন ভাবের জগৎটি ছিল আলাদা। প্রত্যেক কবি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সেই জগৎটিতে প্রবেশ করেছেন। রোমান্টিসিজমের নানা লক্ষণ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কাব্যধারায় পরিস্ফুট হয়েছে।

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

দিলীপকুমার রায়

SAHITYER RUP O RITI

An Analytical study on various aspects of Bengali Literature

by

Dr. Dilip Kumar Roy

First Published
January 2005

Revised enlarged Edition
September 2008
Current Edition
July 2013

ISBN : 978-81-7572-290-3

Price : Rs.175/- Only

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৫

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০০৮

সর্বাধুনিক সংস্করণ
জুলাই ২০১৩

দাম : ১৭৫ টাকা

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের তুলনা

ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্য ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র মনোভঙ্গী। ক্লাসিসিজম কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক মতাদর্শ নয়। প্রাচীন যুগ থেকে যে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে ঋজু কঠিন গুরু

গম্ভীর ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাকেই বলে ক্লাসিক সাহিত্য। সাহিত্যে রোমান্টিসিজমের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ থেকে। ফরাসি শব্দ Romaunt থেকে ইংরেজিতে Romance শব্দের উৎপত্তি। রোমান্স থেকেই এসেছে রোমান্টিক শব্দ।

ক্লাসিক ও রোমান্টিক শব্দদুটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ করা কষ্টকর। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিকের বাংলা করেছেন ধ্রুপদী আর রোমান্টিকের বাংলা করেছেন খেয়ালী। কিন্তু 'ধ্রুপদী' শব্দটি গ্রহণযোগ্য হলেও 'খেয়ালী' শব্দটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রোমান্টিককে 'খেয়ালী' বললে সাধারণত মনে হয় যে, এখানে ভাব গভীরতার অভাব আছে। কবি মোহিতলাল Fancy ও Imagination-এর বাংলা করেছেন যথাক্রমে খেয়ালী কল্পনা ও সৃজনী কল্পনা। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিসিজমের বাংলা করেছেন কল্পপন্থা। কিন্তু বাংলা নামগুলির চেয়ে ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুটি শব্দই বেশি প্রচলিত।

সাহিত্য সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুটি ধারায় বিন্যস্ত করে সাহিত্যকে বিচার করা হয়। প্রাচীন মহাকাব্যগুলি সবই ক্লাসিক, এমনকি সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলিও ক্লাসিক শিল্প বলে চিহ্নিত আর ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে কবির ব্যক্তি আমিত্ববোধ চিহ্নিত যে সাহিত্য গড়ে ওঠে তা রোমান্টিক অভিধায় আখ্যায়িত। কিন্তু ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যের মধ্যে এরকম জল অচল বিভাগ করা সম্ভব নয়। রামায়ণ, মহাভারত এমনকি আধুনিক যুগের মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ক্লাসিক সাহিত্য হলেও এগুলির মধ্যে এমন কিছু বর্ণনা ও কাব্যালংকার পাওয়া যায় যাকে অক্লেশে রোমান্টিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় আর রোমান্টিক সাহিত্য যথা রবীন্দ্রনাথের স্বর্গ হতে বিদায়, পৃথিবী, বর্ষশেষ বা মোহিতলালের কালাপাহাড় ইত্যাদি কবিতায় এমন কিছু লক্ষণ আছে—যা নিঃসন্দেহে ক্লাসিক সাহিত্যের অনুবর্তী। মধুসূদন লিখেছিলেন—"There was a wide and broad field of romantic and lyrical poetry before me and I think, I have a tendency in the lyrical way"।

রোমান্টিক কবিতা কবির আত্মভাবের উদ্ঘাটন। রাস্কিন বলেছেন—"Lyrical poetry is the expression of the poet of his own feelings" হারফোর্ড রোমান্টিকতা সম্বন্ধে বলেছেন—"An extra ordinary development of imaginative sensibility." এজরা পাউন্ড লিখেছেন—'An image is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time". ওয়াল্টার পেটারের কথায় "Addition to strangeness to beauty". ওয়াটস্ ডানটন (Watts Dunton) হিউমার বোধকেই রোমান্টিকতার চরম বিকাশ বলেছেন।

বলাবাহুল্য ক্লাসিক সাহিত্য ও রোমান্টিক সাহিত্যের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখেই ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজমের পার্থক্যটি অনুধাবন করা যায়।

ক্লাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

(i) ক্লাসিক সাহিত্য স্থাপত্যধর্মী। মনে হয় যেন বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে ক্লাসিক সাহিত্য তৈরি করা হয়েছে। এই বিশেষ গুণটির জন্যেই হাইনে ক্লাসিক সাহিত্যকে মূর্তিশিল্পের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

(ii) ক্লাসিক সাহিত্যের বড়ো গুণ নৈর্ব্যক্তিকতা ও প্রত্যক্ষতা। বস্তুর রূপটিকে ক্লাসিক কবি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে ক্লাসিক কবি নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরাসক্তি বজায় রাখেন। কোথাও কবির ব্যক্তি আমির প্রতিফলন ঘটে না।

(iii) ক্লাসিক সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুর বহিঃরূপের বর্ণনাতেই ক্লাসিক কবি কালাতিপাত করেন।

(iv) ক্লাসিক সাহিত্য ঐতিহ্যের অনুবর্তী। পুরোনো ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে ক্লাসিক কবি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

(v) ইংরেজিতে যাকে বলে sublimity, সেই গৌরব সমুন্নতি রক্ষার ক্ষেত্রে ক্লাসিক কবি দৃষ্টি দেন।

(vi) ক্লাসিক কবি জীবন ও জগৎকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত সুস্থির বিবেক বুদ্ধি দিয়ে নিরীক্ষণ করেন।

(vii) ক্লাসিক কাব্যে মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুলি, যথা ক্রোধ, স্নেহ, শোক, হিংস্রতা ইত্যাদি অত্যন্ত স্থূলভাবে বর্ণিত হয়। জীবনবোধের সামগ্রিক রূপটিই এখানে প্রকাশিত হয়, তাতে সভ্যতার নিয়ন্ত্রিত সৌন্দর্যের পালিশ থাকে না।

(viii) ক্লাসিক সাহিত্যে মানুষের কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় বদ্ধ জীবনের জয়গান করা হয়। শৃঙ্খলাবিহীন জীবন এই সাহিত্যে আরাধ্য নয়।

(ix) নিয়তির অপ্রতিরোধ্য বিধানকে এখানে স্বীকার করা হয়।

(x) শব্দযোজনায়, অলঙ্কার প্রয়োগে, বর্ণনা বৈভবে এখানে তৈরি হয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ওজঃগুণসম্পন্ন শব্দবিন্যাসের মধ্যেও ভাষার সুচারু প্রয়োগের জন্যে জেগে ওঠে গীতিমাধুর্য।

(xi) ক্লাসিক সাহিত্য তন্ময় সাহিত্য, যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধিই এখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কঠিন পরিমিতি বোধে আবদ্ধ ক্লাসিক সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় সংযত ও সংহত কাব্যশৈলী।

(xii) ক্লাসিক সাহিত্য স্পষ্ট। এখানে বর্ণনায় কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। ভাষায় প্রতীকধর্মিতা ও ব্যঞ্জনাকে পরিহার করার সর্বতোমুখী চেষ্টা করা হয়।

রোমান্টিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

(i) রোমান্টিক কবিতা আত্মগত কল্পনার ফসল। কবির ব্যক্তিত্বময় কবিচৈতন্য থেকে উৎসারিত হয় রোমান্টিক কবিতা।

(ii) রোমান্টিক কবিতা কল্পকুহকে আচ্ছন্ন, পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির মতো তা কুহেলীকলুষে ঢাকা, তার কিছুটা স্পষ্ট, কিছুটা অস্পষ্ট।

(iii) রোমান্টিক কবির চোখে থাকে কল্পনার মোহঞ্জন। প্রতিদিনের পরিচিত বস্তুকেও তিনি দেখেন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। এই অপরিসীম কল্পনাবলেই আরণ্য-এ 'বুনো তেউড়ির ফুল' বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে ধরা পড়েছে।

(iv) রোমান্টিক কবির দৃষ্টিমূলে থাকে তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা, বুকভাঙা বেদনা ও বিষাদ। রোমান্টিক কবি সবসময়ই 'হারাই হারাই' ভয়ে অস্থির হয়ে থাকেন।

(v) রোমান্টিক কবি কল্পনায় এক মানসীমূর্তি বা অনিন্দ্যসুন্দর জগতের কল্পনা করেন, এবং বাস্তবে তাকেই কাছে পেতে চান। কিন্তু মনে যার জন্ম বাস্তবে তাকে পাওয়া যায় না। তখনই শুরু হয় রোমান্টিক কবির বিষাদ।

(vi) রোমান্টিক কবিতা আবেগময়, তাই এ ধরনের কবিতায় পরিমিতি বোধ থাকে না।

(vii) রোমান্টিক কবিতা ব্যঞ্জনাধর্মী, স্পষ্টভাবে কিছু না বলে এখানে আভাস ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

(viii) রোমান্টিক কবি সীমাকে অসীমে উত্তীর্ণ করে দেন, চিরন্তন প্রেমবোধে উদ্বুদ্ধ রোমান্টিক কবির অন্তর।

(ix) রোমান্টিক সাহিত্য মন্ময়। (Subjective) বস্তুর বহিঃরূপের চেয়ে অন্তর্নিহিত সত্যের ওপরই এখানে আলোকপাত করা হয়।

(x) রোমান্টিক কবি সৌন্দর্যসাধক। স্বর্গমর্ত্য থেকে পারিজাত চয়ন করে এনে তিনি তাঁর কল্পমূর্তি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতা, জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতা এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য, বৃত্রসংহার কাব্য ইত্যাদি ক্লাসিক সাহিত্যের উদাহরণ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ইলিয়াড, ওডিসি, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, ভার্জিলের ইনিদ্ ইত্যাদি ক্লাসিক কাব্য। আর ইংরেজি সাহিত্যে শেলি, কিটস্, বায়রন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি হিসেবে চিরবন্দিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"আমারে বলে যে ওরা জন্ম রোমান্টিক/সে কথা মানিয়া লই, রসতীর্থ পথের পথিক।"

রামায়ণ কাব্যে বাল্মীকি বর্ষার বর্ণনায় লিখেছেন—

মেঘকৃষ্ণ জিনধরা ধারাযজ্ঞোই পরীতিনঃ।
মারুতাপুরিত গুহাঃ প্রধীতা ইব পর্বতাঃ।"

এ হল ক্লাসিকের উদাহরণ।

শয়তানের বর্ণনায় মিলটন গুরুগম্ভীর শব্দ চয়নের মাধ্যমে একটি ভয়ংকর চিত্র রচনা করেছেন—

Thus Satan taking to his nearest mates
With head uplift above the wave, and eyes
That sparkling blaz'd ; his other parts besides
Prone on the flood extended long and large
Lay floating many a road."

মধুসূদন পুত্রহারা রাবণের বেদনার যে ছবি এঁকেছেন তা ক্লাসিকধর্মী—

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;
সঁপি রাজ্যভার পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতায় নায়ক-নায়িকার মিলনের সেই ভীরুকম্পিত ছবিটি পূর্ণত রোমান্টিক—

..... মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি! নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা পানে
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে"

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতাতেও এই রোমান্টিক আবহ লক্ষ্য করা যায়। কবির হাজার বছরের পথ-পরিক্রমায় ক্লান্তপ্রাণ বনলতা সেনের চোখের দিকে চেয়ে দু'দণ্ডের শান্তি খুঁজে পেয়েছে। বনলতা সেনের চোখের বর্ণনায় পাখির নীড়ের উপমা রোমান্টিক কল্পনার সূচক! সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ক্লাসিকতা থাকলেও রোমান্টিক ভাব-ব্যঞ্জনাটি মাঝেমাঝেই পরিস্ফুট হয়েছে। 'শাশ্বতী' কবিতায় চিরন্তন প্রেমের মাধুর্য বোঝাতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

"একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।"

কিটসের কবিতাতেও শোনা যায় চিরন্তন প্রেমের রোমান্টিক অভিব্যক্তি ঃ

"Bold lover, never, never canst thou kiss
Though winning near the goal—yet do not grieve
She cannot fade, though thou hast not thy bliss
For ever with thou love, and she be fair."

রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে পরবর্তী কালে নানামুখী সাহিত্য আন্দোলন হয়। তবু রোমান্টিকতার অগ্রগতি রোধ করা যায়নি। ক্লাসিক সাহিত্যের পথ বেয়েই রোমান্টিক সাহিত্যের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"ক্লাসিক যুগ শক্তি সঞ্চয়ের যুগ ; ইহা কাব্যের স্থিতিপর্ব। রোমান্টিক যুগ শক্তি প্রকাশের যুগ ; ইহা কাব্যের গতিপর্ব। ক্লাসিক যুগের গম্ভীর ভাবজ্ঞাপক অলংকার শৃঙ্খল রোমান্টিক যুগে লঘুপক্ষ বিস্তার করিয়া কাব্যকে শূন্যাভিমুখী করে। প্রত্যেক রোমান্টিক যুগের পূর্বে তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ক্লাসিক যুগের উপক্রমণিকা থাকে। এখন দীর্ঘ অব্যবহারের মালিন্যে মরচে ধরা দুরূহ শব্দ প্রয়োগে, বিদেশি ভাব স্বীকরণে, গম্ভীর প্রকাশ রীতিতে, ঘনপিনদ্ধ নাটকীয় কাহিনিতে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত পটভূমি বিস্তারে কাব্যধারার ভিত্তি ভূমিতে গ্রানাইট স্তরের ন্যায় দৃঢ় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়।.....ক্লাসিক যুগের এই সংযম রোমান্টিক যুগের ভাবোচ্ছ্বাসকে গ্রহণশক্তি দান করে।"